এ পরবাসে

অসীম সরকার

নোয়েল পার্কারের সঙ্গে আমার আলাপটা আজ থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগে। আলাপ হয় অদ্ভুত ভাবে। ১৯৬৩ সালে উত্তর ভারত ঘুরতে ঘুরতে দিল্লী থেকে হরিদ্বারে এসে আনন্দ আশ্রম বলে একটা গেস্টহাউসে উঠেছি। ওটা প্রকৃত অর্থে গেষ্ট হাউস না হরিদ্বারের অসংখ্য আশ্রমের একটা তাও আজ আর স্পষ্ট করে মনে নেই। আমরা অ াগে থেকে চিনতুম ও না। রিকস ওয়ালা ষ্টেশন থেকে নিয়ে এলো। সস্তার ঘর আছে, একটা ঘরের একটু বেশী ভাড়া - এটাচড বাথ। ঘরটার আরও একটি বিশেষত্ব এই, এটা গঙ্গার পাড়ে নয় দোতলার এই ঘরটি যেন একেবারে গঙ্গার ওপর ঝোলানো। তিনদিকের জানালা দিয়ে তাকালে কেবল গঙ্গাই চোখে পড়ে। মনে হয় জাহাজে আছি। আমার স্ত্রীর ভীষন পছন্দ হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া ছাড়া দিনে ভাড়া দশ টাকা তখন আমার পক্ষে যথেষ্ট বেশী। কিন্তু গিন্নির এত পছন্দ দেখে আর দ্বিধা করলুম না। কেয়ার টেকারকে পাঁচদিনের পঞ্চাশটাকা আগাম দিয়ে দিলুম। কেয়ারটেকার রসিদ ও দিয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করেছি। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই দরজায় ঠক্ ঠক্। গিন্নি গেছে স্নানে। দরজা খুলে দেখি কেয়ারটেকার খুব কিন্তু কিন্তু করে বললে -- সাহাব এক বাত হ্যায় .....।

---হাঁ বোলো কেয়া হ্যায় ?

---হামারে যাঁহা এক বাবুসাব হামেশা আতে হ্যাঁয় ... তো ... তো বাত হ্যায় কি, উসাব বরোবর এই ঘরমে রহতে হ্যঁ ায়। অগর আপলোগ কৃপয়া বগলকে কামরামে যায়েঙ্গে তো বহোত মেহেরবানি হোগী .. মতলব ইয়ে বাবুসাব .....।

-----আরে কওন বাবুসাব, উন্‌হে বগলকা কামরা দিজিয়েনা।

এই সময় কেয়ার টেকারের পাশ থেকে এক অত্যন্ত গৌরবর্ণ সুদর্শন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, দেখে মনে হল ইউরে াপীয়, হাতদুটো যুক্তভাবে নমস্কার করে তিনি পরিস্কার বাংলায় বললেন ---- নমস্কার, আপনি নিশ্চয় বাঙালী? হ্যাঁ শুনে বললেন -- দেখুন একটা অনুরোধ ছিল, যদি আপনার অসুবিধে না হয়, তাহলে আপনি কি পাশেরঘরটায় আসবেন? মালপত্র আমি লোক দিয়ে সরিয়ে দেবো, ও ঘরটাও ভাল। তবে আসল কথা, যদি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে। আমি এখানে এলে বরাবর এই ঘরটায় উঠি। চিঠি দিয়েছিলুম, কিন্তু ওঁরা নাকি পাননি। শুনলুম আপমি এইমাত্র এই ঘরটা নিয়েছেন। তাই আপনাকে বলা.....

---- দেখুন আমার স্ত্রী এই ঘরটা খুব পছন্দ করেছেন --- এই পর্যন্ত বলতেই ভদ্রলোক চম্‌কে উঠলেন ও তাই নাকি অ াপনি একা নন? না না তাহলে আমি আমার অনুরোধ ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমাকে মাফ করবেন।

পরে যখন জানলেন আমরা মাত্র পাঁচদিন এখানে থাকবো, উনি খুশী হয়ে বললেন, ওঃ তাহলে তো কথাই নেই, আমি কটা দিন হৃষিকেশ থেকে ঘুরে আসবো। ছি ছি আমি জানতুম না আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী রয়েছেন। আমি আবার ক্ষমা চাইছি আমার অন্যায় প্রস্তাবের জন্য।

-----না না অন্যায়ের কিছু নেই। একা হলে সরেও যেতুম। তা আপনি কতোদিন থাকবেন?

--- ঠিক বলতে পারছিনা, তবে মাসখানেক তো থাকতেই হবে। বেশীও থাকতে পারি। অসুবিধা না থাকলে আপনারা আসুন না পাশের ঘরে। একটু চা আনাই, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

বললুম, তাহলে আধঘন্টা সময় দিতে হবে। এইমাত্র পৌঁছেছি, হাতপা ধুয়ে পোশাক বদলে আসছি।

--- নিশ্চয়ই, আমিও তৈরী হই। আপনার স্ত্রী এলে আমি খুব সম্মানিত বোধ করবো।

প্রস্তাব শুনে চন্দ্রা খেপে গিয়েছিল, তারপর সব শুনে ঠাণ্ডা পরিচয় থেকে অন্তরঙ্গতা গাঢ় হতে দেরী হয়নি। আমি সা

হিত্যের অধ্যাপক জেনে পার্কার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, দেখুন এটা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমি মাঝে মাঝে আটকে যাই, তখন আমার সাহায্যের দরকার হয়, অথচ আজ পর্যন্ত এমন কারও সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হয়নিযাকে প্রানখুলে যে কোনও প্রশ্ন করতে পারি।

তখনই জেনেছিলুম পার্কার ঠিক বাঙ্গালী নয়, ওর বাবা ইংরেজ মা ফ্রান্সে তিন পুষ বাস করা বাঙ্গালী, যাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী। জাতি মিশ্রনটা পার্কারের মায়ের ক্ষেত্রেই প্রথম। পার্কার যখন পাঁচ বছরের তখন ওর মা মারা যান। ওর বাবা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক ধনী বিধবা ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন। পার্কারের বাবাও যথেষ্ট ধনী ছিলেন। পার্কারকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেন।

পার্কার ইংরিজি সাহিত্য নিয়ে অক্স্ফোর্ড থেকেপাশ করে। এই সময় সে রবীন্দ্রনাথ পড়ে -- অবশ্যই অনুবাদে। ওর নাকি পাগলের মত অবস্থা হয় --- বাংলা শিখে রবীন্দ্রনাথ পড়াই এর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তারপর ও নানা রকম কাজ করেছে অর্থের জন্যে, অধ্যাপনা, অনুবাদকের কাজ, প্রাইভেট ফার্মের জুনিয়ার এক্সেক্যুটিভ। ১৯৬০ সালে ওর বাবা মারা যান, ওকে বিপুল অর্থ সম্পত্তির মালিক করে। সৎমায়ের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি, তিনিও আগ্রহ দেখাননি। সম্ভবতঃ তিনি আবার বিয়ে করেন, অন্ততঃ পার্কার সেই রকমই শুনেছে।

বাবার সম্পত্তি পেয়ে ওকে আর অন্য কিছু করতে হয়নি, ও ওর নিজের কাজ -- বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পড়ার কাজে অনেকটা এগিয়েছে। ডেরা গেড়েছিল কাশীতে। কারন বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত পড়াটাও ওর অবশ্যিক মনে হয়েছে অনেকটা এগোবার পরে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর চেতনা বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে হয় ওর। এবং ঠিক এই সময়েই আমাদের পরিচয়।

সেই থেকে মাঝে মাঝে ধুমকেতুর মত পার্কার বিনা নোটিশে আমার বাসায় এসে পড়েছে, যেকেছে, আলোচনায় মেতেছে। বিয়েথা করেনি, রবীন্দ্রনাথেই আছে। অক্স্ফোর্ড থেকে ডক্টরেট হয়েছে। মাঝে কিছু কাল ফ্রান্সে,কিছু কাল আমেরিকায় অধ্যাপনা করেছে। কোনটাতেই টিকে থাকতে পারেনি। হিমালয়ে সাধুসঙ্গ করারও চেষ্টা করেছে, তেমন কাউকে পায়নি। ওর মধ্যে একটা অস্থিরতা বরাবরই ছিল। মা বাবার স্নেহ সন্নিধ্য বঞ্চিত হয়ে জীবন কাটানোটাই এর কারণ কিনা বলতে পারবোনা। ওর হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া এবং উধাও হয়ে যাওয়া ওর নিয়মের মধ্যেই পড়ে। প্রথম প্রথম উৎকণ্ঠা হত, পার অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

শেষবার প্রায় পনের বছর আগে ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময় ওর কোনও সংবাদ নেই। চিঠি ও কখনও লেখেনা। হঠাৎ এসে হাজির হয়। প্রত্যেকবার মুখে করে নিয়ে আসে একটা উত্তেজিত অভিযোগ। সব বলা জরী নয়, মনেও হয়ত সব নেই, তবু এক আধটা অভিযোগ প্রায় বিস্ফোরক।

যেমন একবার বললে --- এ কী করে সম্ভব হল তোমরা এত নীচে নেমে গেলে কেমন করে? আমার বিভ্রান্তি কাটাতে ব্যাখ্যা করে বললে, আমি বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির কথা বলছি, রবীন্দ্রনাথ, তোমাদের এত উঁচুতে তুলে দিয়ে গেলেন -- রচনায়, চিতে বৈচিত্র্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, আধুনিকতায় তার ওপরে মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রগুলি চিহিত করে -- শিক্ষা, কৃষির বৈজ্ঞানিক ভাবনা, পল্লীপুনর্গঠন, পরিবেশ পুনর্গঠন, বনসৃজন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে উৎসবে, মেলায় সমন্বয় - সাধন করে, আর তিনি যেতে না যেতে তোমরা নেমে এলে সামগ্রিক তুচ্ছতার মধ্যে! রবীন্দ্রনাথের আগেও তো তোমরা এমন অন্ধকারের মধ্যে ছিলো না -- চণ্ডীদাস - শ্রীচৈতন্য থেকে রবীন্দ্রপূর্ব কালেও রামমোহন বিদ্যাসাগর এঁরা প্রগতির মশাল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

তারপর খানিকটা নিজের মনেই বললে অবশ্যই তুমি নানা অজুহাত দেবে যুদ্ধ, রাজনৈতিক বিপর্যয়, দেশভাগ, সংস্কৃতি বিহীন মুখর মানুষের দলে দলে আবির্ভাব, দেশভাগ, এ সব ঘটেছে তোমাদের ঘর জ্বালানে পরভোলানে স্বভাবের সুযোগ নিয়ে। তবু বলবো তোমরা তবে কি করেছো? সর্বক্ষেত্রে পতন - বিশেষকরে সঙ্গীতের ক্ষেত্রটাতো পতিত পোড়ো জমির মত একেবারে পতিত রইলো স্রেফ আগাছা ছাড়া সেখানে আর কিছু রইলোনা। কবিতায় ইতিহাসহীন ইংরিজি নবীশদের দাপাদাপি তারা যা করলেন তোমরা মাথা পেতে নিলে, ভয় পেলে, হারিয়ে গেলে। পরে একদল অযোগ্য উন্মাদের অধিপত্য, মানুষকে কবিতার সুধা থেকে বঞ্চিত করে এক অদ্ভুত ক্যারদানীকে কবিতা বলে মানতে বাধ্য করলে। হায় একেমন করে সম্ভব হল, বলতে পারো অধ্যাপক?

বলা বাহুল্য ওর প্রত্যেকটি কথায় আমি চম্‌কে চম্‌কে উঠেছি। পার্কার যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখেছে, সে ভাবে আমি কোনও দিন ভাবিনি। এ কথা আমি মানতে বাধ্য যে পশ্চিমবঙ্গের বহুকাল প্রচলিত সংস্কৃতি যা সাধারণ লোকজীবন থেকে শিক্ষিত সমাজের কধ্যে নিত্য প্রবহমান ছিল, তার যেন অপমৃত্যু ঘটেছে।

আমি চুপ করেই ছিলুম, ভাবছিলুম। পার্কার আবার বললে --- বলতে পারো, শুধু একটা কথা আমায় বলতে পারো, মিডিয়ত্রিটিকে তোমরা মাথায় তুললে কি করে ? তোমরা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, জোড়া বিভূতিভূষন -- তারও আগে কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব, ভট্টনারায়ন পড়োনি? সুপারলেটিভ স্ট্যাণ্ডার্ড কাকে বলে তোমরা জানতেনা ? ব্যাস বাল্মীকি ছেড়েই দিলুম।

আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, আমায় থামিয়ে দিয়ে পার্কার আবার বললে -- জানি, তুমি বলবে ওদের হাজার হাজার ঢাক ছিল। সত্যি কথা, কিন্তু শুধু সেটাই সব নয়, তোমাদের অলস নিস্থিতা তোমাদের দেউলে করে দিয়েছে। দিন দুয়েক শুধু এই কথাই বললে। তারপর উধাও হয়ে গেল।

তার পর পার্কারেরর দেখা নেই প্রায় পনের বছর। হঠাৎ কাল এসে হাজির। ওর চেহারায় বয়সের ছাপ পড়তে দেখিনি কোনদিন। ও সব সময়েই ফুটন্ত দুরন্ত যুবক। এবার দেখলুম পার্কার যেন বুড়ো হয়েছে বয়সের ছাপ স্পষ্ট। ও আমার থেকে বছর দেড়েকের বড় তার মানে ছিয়াত্তর ছুঁয়েছে। সামাগ্রিক ভাবে কাঠামোটা একটুও ভাঙ্গেনি কিন্তু চেহারায় সে ঔজ্জ্বল্য নেই। পোষাকে আসাকে পার্কার সব সময় ফিটফাট -- এমন কি ওর ব্যাচেলারস কোয়াটার্সে যখন যেখানে থেকেছে, দিল্লী, পুনে কিংবা মুম্বাই -- অসময়ে গিয়েও ওকে অবিন্যস্ত কখনও দেখিনি। এখন সেই পারিপাট্যটা যেন হারাচ্ছিল। ওই সব কিছু মিলিয়েই কোথাও যেন পার্কারকে একটু শিথিল, একটু বয়স্ক বলে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

আমি ও পার্কারের স্টাইলেই ওকে আত্রমন করলুম -- কি ব্যাপার? কি তোমার তান্য হরন করে বার্ধক্য প্রদান করলে বাপু?

প্রথমটা পার্কার আমল দিতে চায়নি, বলতে চায়নি কিছু, বরং কথাটা অন্যদিকে ঘোরাতে চেয়েছে। আমি তখন বলেছি, কেন মিছে, ভাঁওতা দিতে চাও চাঁদ? তোমার তো কখনও কোনও সংকট দেখিনি বিশেষ, আমার কাছে ! আজ কি হল? নিশ্চয়ই বলবেনা কেবলমাত্র বার্ধক্য তোমার এই অবস্থার জন্য দায়ী।

পার্কার কিছুক্ষন মাথা নিচু করে রইলে। তারপর বললে --- নাহ তোমাকে বলা উচিত --- বিচিত্র হলেও একথা স্বীকার করি, তুমি ছাড়া, সেই অর্থে, আমার কোন বন্ধু নেই --- হয়নি। কেন হয়নি তা কে জানে? এমনিতে কোন মানুষের সঙ্গে, নারী পুষ যাই হোক, আমার খুব দ্রুত বন্ধুত্ব হয় কিন্তু সেটা টেকেনা। আমি আকর্ষন হারিয়ে ফেলি, না অন্যরা আমার মধ্যে আকর্ষন খুঁজে পায়না তা বলতে পারবোনা। তা ছাড়া আমার স্বভাব এক একটা বিষয় নিয়ে মেতে থাকা। যদিও আমার স্থায়ী আনুগত্য রবীন্দ্রনাথ তবু রবীন্দ্রনাথই আমায় উপনিষদ পড়তে প্ররোচিত করেন --- ফলে সংস্কৃত -- তার থেকে তাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য তা থেকে পানিনি। তুমি জানো পানিনি কি জিনিষ -- পানিনি থেকে ভাষাতত্ব, তার থেকে পুরাতত্ব থেকে ইতিহাস - ভূগোল - অর্থনীতি। যে বিষয়ে যাকে পেয়েছি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছি এবং তোমায় বলি অনেক বিষয়ের ভেতর অগভীরতা আমাকে পীড়িত করেছে হয়ত সেটা প্রকাশও পেয়েছে - মোট কথা এর শেষ পরিনাম বন্ধুহীনতা। পরিচয় অনেক হয়েছে --- সাময়িক শারীরিক, মানসিক ঘনিষ্ঠতা প্রচুর হয়েছে। কিন্তু বন্ধু যার সঙ্গে সমস্ত সুখ দুঃখ লজ্জা অপমানের কথাও নির্দ্বিধায় আলোচনা করতে পারি তেমন - নাহ্- তেমন কেউ হয়নি।

দেখো তোমাকে আমি অনেক সময় জিজ্ঞেস করেছি কেন তোমরা আদি পশ্চিমবঙ্গীয়রা এমন পিছিয়ে পড়লে, হারমানলে, হেরে গেলে, হারিয়ে গেলে? সে অনেকদিন আগের কথা যদিও, তথ্য ভিত্তিকভাবে বলতে গেলে সত্তরের দশকের পর বোধহয় আমি আর তোমাকে এভাবে খোঁচাইনি। আজ বলতে পারি, এ প্রশ্ন আর আমি তোমাকেকোনওদিন করবোনা। কারন উত্তরটা আজ আমি জানি।

---উত্তরটা তোমার মুখে শোনার আগে আমার অন্য একটা প্রশ্ন আছে। তুমিতো বরাবর গালাগাল দিয়েছো তোমরা, তোমাদের বলে, তাহলে তোমার এ ব্যাপারে ব্যথাই বলো আগ্রহই বলো সেটা আসে কোথা থেকে?

পার্কার আমার দিকে মুখতুলে বিষন্ন হাসলে। বললে, বুঝেছি, তুমি ভাবছো আমি ইংরেজ, তাইতো? আসলে তুমি আমার মায়ের কথাটা ভুলে গেছে। যতই তিন - প্রজন্ম ফ্রান্সে কাটান --- তিনি তো আদতে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গীয়, হুগলীর

বাসিন্দা। হয়ত তাঁর মধেও পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অবিকৃত ছিলনা। তিনি শৈশবেই গত হনকিন্তু গোড়ার পাঁচ ছ'টা বছর একটা মানুষের জীবনে খুবই গুত্বপূর্ণ - তার মধ্যেই তিনি আমায় প্রভাবিত করেছেন।তাই শিকড়ের একটা টান আমি কোথাও কেমন করে যেন অনুভব করি। আমার বাবাও তো আমাকে কাছে রাখেননি। --- আমি স্বীকার করি, আমি বরাবরই একজন পরিবার বিচ্যুত মানুষ। এটাও একটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। সংখ্যায় কম হলেও যারা এভাবে জীবনযাপন করে তারাই জানে তাদের মধ্যে একটা আঁকড়ে ধরার সাইকোলজি কাজ করে। অবশ্য আমি খেয়াল করছিনা যে তুমিও প্রায় আমারই মত একজন, হয়ত তুমি আমার কথাগুলো বুঝবে।

আমি থমকে গেলুম -- একমুহূর্তে আমার দীর্ঘ শূন্যজীবন যেন আমার সামনে মূর্তি ধরে দাঁড়ালো। তবু জোর দিয়ে বললুম -- যাকগে, আমার কথা থাক, তুমি আমাদের ব্যর্থতার কি কারণ খুঁজে পেয়েছো বরং সেটাই বলো।

পার্কার আবার একটু চুপ করে থাকলে। তারপর বললে, তুমি একজন চিন্তাশীল শিক্ষিত মানুষ কারণটা কি তুমিও জানোনা? --- আমি আমার মত করে কিছুটা হয়ত বুঝেছি, তবু শুনি তোমার মুখে।

--- দেখো তোমরা প্রকৃতিগতভাবে অলস, সেটা যতই জলবায়ুর দোষ হোক অস্বীকার করার উপায় নেই।

--- ঠিকই। মানলুম। কিন্তু তাতেও তো এতদিন আমাদের তেমন ক্ষতি হয়নি।

--- ওঃ হো -- এতদিন, এতদিন --- ঠিক কথা এতদিন, কিন্তু এখন যে অবস্থার বিপুল পরিবর্তন হয়ে গেছে,বহুমানুষের আগমন ঘটেছে যারা বিরূপ প্রকৃতি ঝড়বন্যার সঙ্গে লড়াই করে দলবেঁধে বাঁচতে শিখেছে --- তারা ছিনিয়ে নিতে সদাপ্রস্তুত।

দ্বিতীয়তঃ তোমরা স্বভাবে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন, কারও সঙ্গে কারও যোগ নেই। শুধু তাও নয় তোমরা নিজেদের আপনলোকের ভালোটাও সহ্য করতে পারনা -- তোমরা প্রচণ্ডভাবে পরশ্রীকাতর। কারও বড় হয়ে ওঠা তোমাদের সহ্য হয়না -- সে ভাই হোক, ভাইপো হোক, গাঁয়ের মানুষ হোক --- তোমরা তার নিন্দে করো, হেটকরো, তাকে টেনে নামাতে চাও। তার কোন ক্ষতি হলে তোমরা খুশী হও।

--- এতটাই কি ?

--- এতটা তো বটেই বরং তার চেয়ে বেশী। বাইরের লোক তোমাদের আনুকূল্যেই যোগ্য - স্বজনের পরাজয় ঘটিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এ এক অদ্ভুত মনোবৃত্তি। নিজেদের যোগ্য লোককে অবহেলা করে অপদার্থ জেনেও বহিরাগতকে মাথার ওপর বসিয়েছো, সাড়ম্বরে সম্মানিত করেছো। তুমি আমার কাছে উদাহরন চাও তাহলে শিক্ষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে আমি ভুরি ভুরি উদাহরন তোমায় দিতে পারি।

আমি বললুম --- তোমার কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারছিনা, কারন, তুমি বলামাত্র এরকম বেশ কয়েকটি ঘটনা আমার মনের মধ্যে পরিস্ফুট হল। কিন্তু এবারে তোমার কথায়, শুধু কথায় নয় বাচন ভঙ্গিতে এত তিক্ততালক্ষ্য করছি যা এর আগে, মনে হয় ছিলনা। একটা সহজ রসবোধে সিক্ত থাকতো তোমার কথাবার্তা। যদিও আক্রমনের ধার তাতে বিশেষ কমে যেতনা সেটা স্বীকার করি।

পার্কার একটু হাসলে, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ নেই যেন তা কান্নারই আত্মীয়। বললে, -- দেখো পণ্ডিত --এতদিন তোমায় যা বলেছি তা, বলতে পারো, আমার কিছুটা অবজারভেশন তথা বিশ্লেষন অর্থাৎ আমি যে ভাবে দেখেছি, ভেবেছি, বুঝতে চেষ্টা করেছি।

আমি বাধা দিয়ে বললুম --- তা সেটাইতো স্বাভাবিক, আমরা সবাইতো সেভাবেই পরিস্থিতির বিচার করি, কথা বলি।

--- ঠিক্। কিন্তু তার মধ্যেও একটু কথা আছে. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না

--- বজ্র কহে দূরে আমি থাকি যতক্ষণ
আমার গর্জনে বলে মেঘের গর্জন,
বিদ্যুতের জ্যোতি বলি মোর জ্যোতি রটে ---
মাথায় পড়িলে তবে বলে, বজ্র বটে !

---ঠিক বুঝলুম না। বজ্রপতনের সঙ্গে তোমার কথার তাল মেলেনাযে, তোমার মাথায় পড়বে সে বজ্রতো এখনও তৈরীই হয়নি।

--- পরিহাস নয়। স্বীকার, করি, আমারও নিজের সম্বন্ধে প্রায় ওই রকমই একটা আত্মাঘাপূর্ন ধারনা ছিল। সেটা এব
ারে ঘুচেছে, তাই দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ হয়েছে।
--- কী ভাবে হল?
--- তাহলে ঘটনা টা বলি। তুমি জানো আমি যতই নিজেকে বাঙালী বলি আমার ইউরোপীয় সত্তাথেকে আমি মুক্ত
হইনি। আমি বিয়ে করিনি তা তুমি জানো --- কিন্তু যৌবনে বিপত্নীক হয়ে তুমি যেমন শুকনো সন্ন্যাসীর মত জীবন কা
টিয়ে দিলে, আমার সেভাবে কাটেনি। কৈশোর যৌবনে বহুসঙ্গ লাভের সুযোগ ঘটেছে। আসলে ইউরোপে আমেরিকায়
ইউকে এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে অনাহত কৌমার্যকে অতটা গুত্ব দেওয়া হয়না যতটা প্রাচ্য দেশগুলিতে তোমরা দ
াও।
--- আমিতো দিইনা তা তো তুমি জানো, তুমিতো তোমার কথা আগেও বলেছো, আমি তোমায় বিন্দুমাত্র অমর্যাদার
চোখে দেখেছিকি ?
পার্কার যেন একটু বিরক্তই হল। একটু অসহিষ্ণু ভাবে বললে -- দেখো তাহলে বলা অবশ্যই যেত যে তুমিএমন দ
াব্রহ্মের মত কাটালে কেন? আমি তা বলছিনা। হয়ত তুমি কোনও গুপ্ত সাধনায় রিপু জয় করতে পেরেছো ...
--- না পার্কার না। তা কি এত সহজ? এখন বন্ধুর কাছেও যদি অনর্গল না হই তাহলে বন্ধুত্বকেই অসম্মান করা হয়। ত
াই তোমার কাছে স্বীকার করি অমানুষিক যন্ত্রনায় অসামান্য কষ্টে কেটেছে আমার দিন, আমি কোনও মহাপুষ নই ---
অতি তুচ্ছ সাধারন।
--- কিন্তু, আশর্চ্য্য, অর্থ কি তাহলে এ জীবনের ?
--- তা জানিনা, আমি জানিনা। হয়ত ভাগ্য। হয়ত ভ্রান্তি। তোমার কাছেই বলছি --- আমি মনে মনে ভেবেছি যিনি আম
ার উপযুক্ত সর্বার্থে, ঈশ্বরের ইচছায় হয়ত তিনি আসবেন আমার দ্বারে।
--- হা হতভাগ্য! তখন তোমার বয়স কত হল এগজাক্ট্লি?
--- চুয়াত্তর পূর্ণ হল বলে।
--- এখনও আশা করো তাঁর? ঈশ্বরের অথবা সেই নারীর?
--- না।
--- আমি তোমাকে জানি, নইলে তোমার কথা বিশ্বাসই করতে পারতুম না। এমন ঈশ্বর - বিশ্বাস করাও পক্ষে সম্ভব? অ
ারও আশর্চ্য, তুমিতো পাগল হওনি -- অটুট তোমার চিন্তা শক্তি, প্রবল তোমার আত্মনিয়ন্ত্রন।
কিছুক্ষন থম্ মেরে থাকলো পার্কার। তারপর বললে, তোমাকে তো কছিু বলতেই ইচেছ করছেনা আমার।
আমি বললুম, তাহলে কিন্তু ভুল হবে। হয়ত আর বলাই হবে না যা বলতে চাও দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে। তারপর ...
---স্ট্রোক ! সে কবে, কিছুতো জানিনা।
--- হয়েছে গত সাত আট বছরে। তারপর হেসে বললুম, জানো প্রথম স্ট্রোকের পরেও সুস্থ হয়ে ভাবতুম --- হয়ত তিনি
আসবেন, আর কিছু নাইই হোক, শুধু শেষ দিনগুলোয় দুঃখ সুখের সঙ্গী তিনি হবেন, আমার সমস্ত শূন্যতা হয়ত ত
াতেই পূর্ন হয়ে যাবে।
--- তারপর?
--- দ্বিতীয়টার পর আর কোনও আশা নেই, কেবলই শূন্যতা আর প্রতীক্ষা।
--- আবার কিসের প্রতীক্ষা ? -- যেন বিদ্রুপের সুর পার্কারের গলায়।
--- মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে? প্রতীক্ষা সেই রাখালের যিনি ডেকে নিয়ে যাবেন --- "I
want to sec my pilot face to face when I have crossed the bar"…
---ব্যাস? কোন অনুশোচনা নয়?
--- নাহ। অনুশোচনা কিসের? প্রাপ্য ছিলনা, পাইনি। নিজের কোথায় অযোগ্যতা সেটা সঠিক জানি কি?
--- আশর্চ্য্য, তুমি আশর্চ্য্য।
--- আশর্চ্যের তো কিছু নেই। নিজেকে কি ছোট করা যায় ভাই?
--- আশর্চ্য্য ছাড়া আমি আর কোনও কথাই খুঁজে পাচ্ছিনা।

--- না সত্যিই আশ্চর্য্যের কিছু নেই। দেখো, তুমি আমার মেধার অনেক প্রশংসা করেছো, আবার বলেছো তুমি বড্ড নিরীহ। আজ আমার মনে হচ্ছে ওসব কোনটাই ঠিক নয়, আসলে আমি বড় অহংকারী আমার যোগ্য সঙ্গীআমি খুঁজে পাইনি। যিনি শুনে বিদ্যায় মানবিকতায় আমার যোগ্য হবেন, আর তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুনটি হবে গুনগ্রাহিতার,
-----That singular quality of appreciation.
---এর মধ্যে অন্যায় বা অহংকারতো আমি দেখতে পাচ্ছি না।
--- আমি পাচ্ছি।
হুশ করে নিঃশ্বাস ফেলে পার্কার যেন নিজেকেই বললে --- বৃথা তর্ক ! তারপর বললে, দ্বিতীয় স্ট্রোক কতদিন আগে?
---- চারবছর । কিন্তু আমার কথাতো সব বলা হয়ে গেল, তুমি এবার তোমার কথা বলো।
--- এর পরে আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে?
---আমি দুঃখিত। কিন্তু তুমিতো আবার চলে যাবে। আমিতো ভাই কথা দিতে পারছিনা যে এবার যেদিন আসবে সেদিনও আমি স শরীরে তোমার জন্য উপস্থিত থাকতে পারবো। তাছাড়া শেষবার তুমি এত বড় গ্যাপ দিয়েছো যা আগে কখনও দাওনি। তাই আমারও খট্‌কা একটা লেগেছে --- আমি জানতে উৎসুক ব্যাপারটা কি। তুমি বলো। নইলে বন্ধুত্বের অসম্মান করা হবে।
--- কি করবে শুনে?
--- হয়ত কিছুই করবোনা --- যদি গভীর বেদনাময় কিছু হয় তাহলে নিশ্চয় জানো আমি ও তোমার দুঃখ ভাগ করে নেবো। আর যদি আনন্দের হয় তাহলে তো বটেই।
--- কি আনন্দের কথা তুমি ভেবেছিলে ?
--- সে কথা শুনে কি করবে? তবে একবার মনে হয়েছিল, পাগলা পার্কার কি বিয়ে করে বসলো?
----That's a nice one ! তাতে তোমার আনন্দ কিসের ?
--- বাঃ আমিওতো আর একজন বন্ধু পেতে পারতুম! কিন্তু থাক সেকথা। তুমি বলো, I'm all ears.
একটু চুপ করে থেকে পার্কার বললে --- শুনে কোনও লাভ নেই, নতুন কোন সত্যে তুমি পৌঁছবেনা, হয়ত এরকম অভিজ্ঞতা তোমার আছে, নিজের জীবনে না হলেও পরিচিত কারও জীবনে এমন ঘটনার কথা তুমি জেনে থাকতেও পারো। আমি জানিনা। তবু তোমাকে বলি কারন তোমাকে না বলে আমারও শান্তি নেই --- পৃথিবীতে তুমিই সেই লোক যাকে আমি সব বলতে পারি বিনা দ্বিধায়। তবে শোনো----
জায়গাটার নাম উহ্যই থাক, ওখানে একটা ইউনিভারসিটি আছে। প্রথম যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আহবানে সাড়া দিয়ে ওখানে গেলুম তখন দেখলুম ওখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপর্যস্ত। ছাত্ররা অধ্যাপকদের সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধাই রাখেনা, অধ্যাপকেরা নিস্পৃহ নির্বিকার। প্রথমে মনে করেছিলুম থাক এখানে থেকে কাজ নেই। আমার কাছে বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানও ছিল। ভাবতে পারবেনা -- দেশটা প্যারাগুয়ে, ওঁরা রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ হিসেবেইআমাকে চেয়েছিলেন। ভাবছিলুম। সিদ্ধান্ত নিইনি।
গেস্টহাউসে ছিলুম। বিকেলে ওখানকার বিভাগীয় অধ্যাপকেরা আমায় চায়ে ডাকলেন। ওঁদের দু একজনের কথা শুনে আমার ভালো লাগলো, বিশেষ করে বিভীয় প্রধানকে। ভাবলুম --- না, পরিস্থিতি অনুকূল নয় বলেই পালাবোনা। থেকে গেলুম।
আমার জন্যে একটি ছোট কটেজ নির্দিষ্ট হল, প্রশ্ন হল রান্না বান্না ঘরদোর পরিস্কার রাখার কাজ করবেকে? বিদেশে থাকাকালীন অতিকষ্টে আমি বিছানাটি পেতেছি, জামাকাপড় কিছুটা নিজে ড্রাই ক্লিনিংএ দিয়েছি। খাওয়া সব সময়েই বাইরে রেস্তোঁরাতে। চা কফি বানাতে পারি, এনজয় করিনা, সে সব তুমি জানো। এখানে সেরকম রেস্তোঁরা নেই।
সমাধান সহজেই হল --- ওখানে রান্না এবং ঘরের কাজের জন্যে লোক পাওয়া যায় অতি অল্প বেতনে --- আমার বেতনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। একজন নিপুন বয়স্ক মহিলা। তিনি সকালে, আমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই এসে পড়তেন। দরজায় ম্যাস্টিফ লক। আমি ফিরতে দেরী হত তিনি কাজ করে চলে যেতেন। আমি যখনই ফিরি আমার চাবি দিয়ে দরজা ঘুলে সমস্ত তৈরী পেতুম, পরিচ্ছন্ন গৃহ, এবং সুখাদ্য।

অনেকদিন, দু বছরের বেশী, এভাবেই চললো বেশ। এর মধ্যে আমার অধ্যাপনার সুখ্যাতি একটু বাড়াবাড়িরকমে প্রসারিত হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরাই দায়ী। আমি ক্লাসেও ওদের প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহিত করতুম, মাঝে মাঝে সেমিনারের আয়োজন করতুম, তাতে বিভাগীয় প্রধান এবং সহকর্মীদের আহ্বান করতুম। সেখানে ও ছাত্রদের প্রশ্ন এবং কৌতূহলের ব্যাপারটা ঘুরে ফিরে আমার কাছেই আসতো। ধরো, কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে ডকটর সেন কে অনুরোধ করলুম, তিনি বললেন, তিনি তো প্রস্তুত হয়ে আসেন নি --তা হলেও কিছু বললেন তারপর বিস্তারিত করতে আমাকেই নির্দেশ দিলেন। আমার ভালোই লাগলো --আমি মনের আনন্দে বলে গেলুম। ছাত্রছাত্রীরা মহাখুশী।

কিন্তু এই আনন্দবৃক্ষের শাখায় শাখায় বিষফল উৎপন্ন হল। সহকর্মীরা কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হলেন। বলা হল অন্যদের ছোট প্রমান করাতেই এ আমার কুট কৌশল, নয়ত এত ঘন ঘন, বছরে চারবার ডিপার্টমেন্টাল সেমিনার আয়োজন করার আর কোন উদ্দেশ্যই থাকতে পারেনা।

এই ক্রোধ ও ঈর্ষা কতদূর গড়াতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারনাই ছিলনা। শত্রুতাটা এল খুবই গুপ্ত ভাবে। নিপুন ছদ্মবেশে।

হঠাৎ আমার কাজের মহিলাটি অদৃশ্য হলেন। আমায় কিছু বলেও গেলেন না। সেদিন রবিবার --- আমি বিছানায় আর একটু গড়িয়ে নেবো কিনা ভাবছি, এমন সময় একটি অল্প বয়সী বধূ চাবিখুলে আমার শোবার ঘরের দরজায় চলে এলো। সে বললে, মাসি জলপাইগুড়ি চলে গেছে আমাকে বলে গেছে সাহেবের কাজ করতে। মাসির সব কাজই করবো মাসিকে যা দিতেন আমাকেও তাই দিবেন, তাহলেই হবে।

আমি বললুম, তাতো হল, কিন্তু রান্না - বাজার সবইতো তোমার মাসিই করতো। কোথায় কি কতটা আছে, কি কি লাগবে তার আমিতো কিছুই জানিনা। মেয়েটি বললে সে সব সে জানে। আরও বললে, সে অনেকদিন এ বাড়িতে তার মাসির সঙ্গে কাজ করেছে। এমনও নাকি হয়েছে ওর মাসির শরীর খারাপ থাকলে বিকেলে এসে চাবি খুলে সে একাই সমস্ত কাজ করে গেছে। তারপর চাবি দিয়ে চলে গেছে।

অগত্যা তাই ঠিক হল। মেয়েটির বয়স চবিবশ পঁচিশের বেশী নয়। মুখে চোখে একটি সারল্য আছে, কিন্তু একটু বেশী কথা বলে। ওর মাসির সঙ্গে দুবছরে যত কথা হয়েছে ও একদিনেই তার চেয়ে অনেক বেশী কথা বললে। জানলুম, ওর একটা দুঃখের ব্যাপারও আছে --- এর কোনও সন্তান হয়নি।

--- এ সব ও প্রথম দিনেই বললে?

--- সেটা ভালো মনে পড়ছেনা, প্রথম দিনেও হতে পারে। ক্রমে আরও জানলুম ওর স্বামীটা একটু নিষ্ঠুর ধরনের -- ওকে মাঝে মাঝে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়। মেয়েটির বোধহয় লজ্জাবোধ একটু কম, মাঝে মাঝে কাপড় সরিয়ে এমন জায়গায় ছ্যাঁকার দাগ দেখিয়েছে যা এদেশে অন্য মেয়ে করবেনা।

--- তোমার কোনও হন্দেহ হয়নি?

--- তখন? না -- আ, আমার এখনও মনে হয় শি ডিড নট নো দ্যাট শি ওয়াজ প্ল্যানটেড এ্যাজ এ বেইট। কিন্তু তুমি আমাকে আর বাধা দিয়োনা আমায় শেষ করতে দাও।

একদিন মেয়েটি কাজ করতে করতে খুবই কাঁদছিল, মিনিটে মিনিটে ঝাঁটা থামিয়ে চোখের জল মুছছিল। কেন কাঁদছে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, ওর জা (কথাটার মানে আমি জানতামনা এখন জানি) ওকে এমন কথা বলেছে যে ওর আর বাঁচতেই ইচ্ছে করছেনা। তারপর বললে, ওর জা বলেছে, বাঁজা কি জানবে খাজার মর্ম।

এইবার তোমাকে ভালো করে ব্যাপারটা বুঝতে হবে। তুমি আমাকে জানো, আমার কোন শুচিবায় নেই, আমি তোমার মত আত্মপীড়ন করতে পারিনা, চাইওনা। আমি কোন সম্মত আগ্রহী নারীকে অকারনে প্রত্যাখ্যান করিনি। এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক সেরকম না হলেও বলি, যে আমার যুবতীটির প্রতি একটু সহানুভূতি জেগেছিল। আমি তাকে বললাম, তার এই সন্তানহীনতা তার স্বামীর দোষেও হতে পারে, হয়ত ওর কোন ত্রুটিই নেই, তা কি ও জানে? ও বললে , তাও কি হতে পারে? বললাম, পারে এ সব শরীরের বাইরের কোন ত্রুটি নয়, ডাক্তারী পরীক্ষায় সেটা বোজা যায় শুধোলাম, ডাক্তারী পরীক্ষা কি করিয়েছো কখনও ? ও বললে, না তা করানো হয়নি, তা ছাড়া এমন কথা বললে ওকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

আমি ওকে বললাম, সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। তারপর ওকে বললাম -- তুমি মহাভারতের কুন্তীর কথা জানো। ও বললে ও কোন লেখাপড়া জানেনা। আমি বললাম, তা না জানলেও এদেশে রামায়ন - মহাভারতেরগল্পতো প্রায় সবাই জানে। ও বললে,ও সব জানে না। তখন ওকে কুন্তীর কাহিনী বললাম। ও বললে এমন ও হয়? তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, সে মুনিও নাই, সে মন্ত্রটিই বা কে আমাকে দিবে?

আমি বললাম, মন্ত্র, মন্ত্র আবার কোথায় পেলে?

--- মন্ত্রের জোরেই তো কুন্তী রানীর ছেলে হল, তার সতীনের ছেলে হল।

--- তা নয়, মন্ত্রে ছেলে হয়না। যেমন করে ছাগল, গ, মানুষের ছেলে হয় তেমন করেই কুন্তীর ছেলে হয়েছিল।

ও বললে, মুনিদেবতারা এমন করতে পারে? বললাম নিশ্চয় পারে। সেকালে মুনি - ঋষিদের এ ভাবেই অনেক ছেলে মেয়ে হয়েছে। পুরানে আছে সব কথা।

মেয়েটি কেমন গম্ভীর হয়ে বসে রইল, তার কাজ থেমে গেছে. একটু পরে বললে -- এরকম হয়? বললাম, হয়। শোন, তুমি যদি চাও আমরাও চেষ্টা করে দেখতে পারি। তাতে যদি তোমার সন্তানলাভ হয়, ভালো। না হলে, তো তোমার মন্দ ভাগ্য বলেই মেনে নিতে হবে।

মেয়েটি চুপ করে বসে রইলো খানিকক্ষন তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজকে আমি যাচ্ছি। বলেই দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তার কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছিল। ঘরের ঝাঁটা দেওয়া অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল।

ওর এই প্রতিত্রিয়া আমি প্রত্যাশা করিনি। কারন ও খুব সহজ ভাবেই এই আলাচনায় অংশ নিচ্ছিল। ভাবলাম, যাক সন্ধ্যোবেলায় ও যখন আসবে তখন ওর মতটা শোনা যাবে। তবু মনটা খুঁত খুঁত করছিল। কাজ অর্ধেক রেখে এরকম যাওয়া ওর ডিশিপ্লিনের বাইরে, যাওয়াটাও হঠাৎ।---- তোমার এভাবে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি। আরও ভালো করে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল যে তুমি ওরই জন্যে একথা বলেছো --- ও যদি না চায় তাহলে তুমি এ প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করবেনা।

--- সেটাই পরে বুঝলাম। সন্ধ্যেবেলা ওর বর আরও চারজন লোক মদ্যপ অবস্থায় এসে কোনও কথা না বলে ওদের হাতের লাঠি, লোহার রড আমার ওপর প্রয়োগ করলে।

মাথার আঘাতে আমি একবার পড়ে গিয়েছিলাম ওরা ভাবলে হয়ত প্রানে মারা যেতেও পারি, তখন ঝঞ্ঝাটহতে পারে। নিজেদের মধ্যে এই কথা বলে ওরা চলে গেল।

--- তুমি নিশ্চিত ছিলে এটা তোমার কথারই প্রতিত্রিয়া?

---হ্যাঁ, মেয়েটির বর বলেছিল, বেটা বেজাত, এখানে এই করতে এসেছো? এ তোমার বিলাত পাওনি!

--- তারপর?

--- তারপর আর কিছু নেই। আমি কয়েকদিন কলকাতায় থেকে প্যারাগুয়ে চলে যাই। তারপর কাজটাজ ছেড়ে কিছুদিন ঘুরে বেড়ালাম, তারপর এই তোমার কাছে এসেছি।

--- তুমি নিশ্চিত --- শি ওয়াজ প্লানটেড ইন ইয়োর হাউস?

--- ছাড়ো! অন্যকিছু হতে পারেনা। যাক সে এক যুগেরও বেশী আগের কথা। এত হিংসা ও ভণ্ডামী নিয়ে কোন জাত উন্নতি করতে পারেনা।

--- আচ্ছা একটা কথা মনে হচ্ছে পার্কার, না শুধিয়ে পারছিনা।

--- বলে ফেল।

--- তুমি যে বদান্যতা দেখাতে চেয়েছিলে, তা তুমিকি জানতে তোমার সে শক্তি আছে কিনা? তোমার কি কোনও সন্তান আছে?

--- ভালো প্রশ্ন। দেখো আমার সন্তান হয়ত আছে কিন্তু আমি সে সম্বন্ধে জ্ঞাত নই। শুধু একবার একটি আগমন সম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ঠ করা হয়।

--- তোমার ইচ্ছায়?

--- ঠিক ইচ্ছায় বলবোনা, বলাউটিত ঘটনাচক্রে।

--- ইউরোপে ?
--- তবে তিনি ইউরোপীয়ান হলেও তোমার পরিচিত।
--- আমার পরিচিত ?
--- এ্যানাকে মনে আছে ?
--- সেই ভারতপ্রেমিক অপূর্ব সুন্দরী জার্মান মহিলা ?
--- তুমি একটি নির্বোধ! অপূর্ব সুন্দরী --- তা সেটা তাকে বলতে পারনি?
--- বলি নি তা নয়, বলেছিলুম। কারন আমি অত সুন্দরী কোন মহিলাকে এত নিকট সান্নিধ্যে কখনও পাইনি--- চোখ নাক, চুল, মাথার গড়ন, বাহুলতা, শরীরের গড়ন --- আমার মনে হয়েছিল এমন সৌন্দর্য্য শুধু শিল্পীর কল্পানাতেই সম্ভব। তিনি ভারতীয় সৌন্দর্য্য বোধের শেষকথা। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বাসবদত্তাকে বলেছিলেন --- অয়ি লাবন্যপুঞ্জে -- ওঁকে দেখে আমার এই কথাটাই বার বার মনে হত।
--- বাবা, একেবারে প্রগলভ হয়ে উঠলে যে ! আমি তোমার সৌন্দর্য্য- বিচার তো জানি। তাই এ্যানা যখন ভারত দর্শনে আসতে চেয়েছিল আমি তোমার কাছে নিয়ে এসেছিলুম। এবং ইচ্ছে করেই -- খুব দরকারী কাজ আছেবলে তোমাদের একা রেখে কলকাতায় গিয়ে তিনদিন কাটিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু কেঠোপণ্ডিত একপাও অগ্রসর হতেপারনি। আমি অবাক হয়ে যাই, কি করে কাটালে ? আর কি ভাবেই বা বললে তাকে তার সৌন্দর্য্যের কথা তাই শুনি একবার।
--- কথাটা এ্যানাই তুলেছিলেন। আমার ব্যাগে গ্রেট আর্টিস্টদের এ্যালবাম গুলো দেখেই কিনা জানিনা, তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় মেয়েদের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করে। আমি বলেছিলুম, অনেক বিদেশীর মুখেই এমন কথা শুনেছি, কিন্তু আমার চোখে আপনি ---heavenly beautiful….
---- My foot…. তুমি বলতে পারলেনা you are ravishingly beautiful ! তারপর ?
--- তারপর কি ?
--- আহ্হা , তারপর কি কি আলোচনা হল ?
--- ও সে নানান কথা। বেশীটাই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয়সাহিত্যনিয়ে। এ্যানা একদিন মথুরা বৃন্দাবন দেখতেযাবেন বলেন এবং গোপিনীদের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন --- দেখে অবাক হই, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের ব্যাপার অনেক কিছু জানেন ....
---চুলোয় যাক ধর্ম, তুমি বোঝনি it was a leading question ? তুমি কি বললে তখন ?
--- আমি বলেছিলুম ভারতে সাধারণ মানুষের সামনে ঈশ্বরসাধনার পাঁচটি ধারা আছে --- দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর বা প্রেম ও বিরোধ এবং প্রত্যেকর ...
--- জানতে চাইনা সে সব। এখন বুঝছি you broke her heart তুমি জানো -- তোমাকে কেমন লাগলো জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিল--- he is a perfect man, much above commoners and unfortunately for me he is almost a saint – a perfect ore.বুঝেছ গর্দভ ?
আমি চুপ করে থাকলুম। তারপর পার্কার বললে, আমার তোমার ওখান থেকে কোনোরকম পুরী হয়ে আগ্রা, মধুরা - বৃন্দাবন হয়ে দিল্লী গেলুম। দিল্লী এ্যানার তাতো ভালো লাগেনি। মধ্যপ্রদেশ দেখে এ্যানা খুশী। তারপর খাজুরাহো দেখলাম দুদিন। ওখানকার একটি হোটেলেই কাণ্ডটা ঘটে --- আমরা মিলিত হই। কিছু পরে এ্যানা জিজ্ঞাসা করে --- আমরা এভাবেই বাকি জীবন কাটাতে পারি কিনা। আমি বলি - you mean marriage ? সে বলে --yes.
আমি তখন ওকে বলি -- আমি দুঃখিত কিন্তু কোনও বন্ধন মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পরের দিন সে ফিরে যায়, এর তিনমাস পরে সে conceive করেছে জানায় এবং জানাতে চায় এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে কিনা। কথা হয়েছিল ফোনে। আমি জানাই, এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমি তার সুখ ও সমৃদ্ধি ছাড়া অন্য কিছু কামনা করিনা। শুনেছি সে মুক্ত হয়ে একটি চার্চে যোগদেয়। ওকি, তোমার মুখটা ওরকম মলিন হয়ে গেল কেন ? -- সেতো তিন যুগ আগেকার কথা, --- বলবার তো কিছু নেই পার্কার, আমি বড়ই হতভাগ্য। হ্যাঁ সে আজ থেকে প্রায় ছত্রিশ বছর আগেকার কথা। জীবনটা সত্যিই অন্যরকম হতে পারতো। তিনি আমায় একটু ইঙ্গিতও কেন দেননি, তাই শুধু ভাবছি।

---- অনেক ইঙ্গিত এ্যানা তোমাকে দিয়েছিল, তুমিই বোঝনি। সে ভেবেছিল তুমি সাড়া দিতে চাওনা।
পার্কারের কথা আমার কানে ঢুকছিল না। বললুম, আমরা তো ক- দিন একা ছিলুম -- অনেক কথা হয়েছিল -- উনি কেন একবারও বলেন নি তাই ভাবছি।
--- ইউরোপীয় মেয়েরা নিজেরা propose করেনা, proposal accept করে মূর্খ।
--- কেন, তিনি তো তোমাকে বলেছিলেন।
--- ওহ্ তোমাকে বুঝতে হবে, তোমার কাছে সাড়া না পেয়ে এ্যানা মানসিক ভাবে বিপর্য্যস্ত ছিল। পরিবেশের কথাটাও তোমাকে ভাবতে হবে --- আবেগ তাড়িত মিলনের পরই সে একথা বলতে পেরেছিল --- পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু তুমি তাকে এতটা চেয়েছিলে তা আমিও বুঝিনি, তাহলে ওকে নিয়ে, ভারত পর্যটনে যেতামই না। তোমার ওই ভারতীয় সংযম! আমার ঘৃনাই হচ্ছে তার ওপর এবং নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে।
--- অপরাধী তো আমারই নিজেকে মনে হচ্ছে। মনে হওয়া নয় আমি সত্যিই অপরাধী। কিন্তু আমি কিভাবে তাঁকে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারতুম! তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসার মধ্যে ব্যক্তি আমারও কোন গুত্ব আছে তা আমি ভারতে পারিনি।
--- হায় হতভাগ্য!
--- সত্যিই। আমার সমস্ত শূন্য জীবনটাকে ঢেকে দিয়ে একটি সুরম্য মদ্যানের রূপ মরীচিকার মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল যার আলোচনাও আজ অর্থহীন।

অনেকক্ষন নীরবে কাটলো। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আলো জ্বালা হয়নি। দোতলায় জানলা থেকে মহানন্দ ার জল চাঁদের আলোয় চিকচিক করছিল।
খানিক পরে নীরবতা ভেঙ্গে পার্কার বললে, দেখো আমার আর বিদেশ ভালো লাগছেনা। মনে হচ্ছে মাতৃভূমিতে ফিরে আসি চিরকালের জন্য। আমি সে ভাবেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আমার মাতৃবংশের একখণ্ড জমির দলিল আমার কাছে আছে --- ইংরেজ জমানার আগেকার। তারই ভিত্তিতে আমি ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়েছি।
সে জমিদারী আমি চায়নি, সমস্ত ভারতবর্ষই আমার মাতৃভূমি। ভেবেছিলুম একাই থাকবো এখন মনে হচ্ছে তোমায় নিয়ে যাই।
--- কোথায় য়েতে চাও ?
--- চলো হরিদ্বারে Settle করি
--- বেনারসে চলো।
--- বড্ড ভীড়!
--- সেতো হরিদ্বারেও। আচ্ছা চলো।